মৌসুমী ভৌমিক :

যশোর রোড একভাবে যেমন আমার গান তেমনি এত জনের গান যে আমি সেই প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করি অনেক সময়। কী করে গানটা তৈরি হল বা কেমন করে সেই গান আমাদের অনেকের গান হয়ে গেল এই কথাটা আমার মনে হয়। তারেক মাসুদ আমার বন্ধু, অভিভাবক, শিক্ষক, আমাদের একান্ত আপন জন। তাঁর মৃত্যুর পর ২০১১ তে আমরা সকলে যখন জড়ো হয়েছিলাম ঢাকায় তখন সেই সভায় আমি বলেছিলাম যে, তারেক আসলে আমাকে একটা দেশ দিয়ে গেছে। এই যে কথাটা আমি বলেছিলাম সেটা সত্যি। কথাটির মধ্যে একদম কোন খাদ নেই। তারেকের এই দেশ দেওয়ার অর্থ কি? এই একটা গান যা আমাকে একটা পাসপোর্ট দিয়ে গেল, একটা মানচিত্রের ভিতরে দাঁড় করিয়ে দিল। মানচিত্রের ভিতরে আসলে সীমান্তরেখাগুলো অনেকটা অস্পষ্ট, অনেকটা মুছে যেতে পারে। সম্পূর্ণ পারে না কিন্তু যতটা পারে সেটাও অনেক আসলে। তাই আমার মনে হয় যে, এই গানটা যখন গাই, যেমন আমাকে আপনাদের মেঘনা গুহঠাকুরতা একটা গল্প বলেছিল। ওতো সমাজ বিজ্ঞান পড়াতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন ওর এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিল একাত্তর মানে কি? ছাত্র বলেছিল, একাত্তর জানিনা কিন্তু এ গানটি জানি। একাত্তর মানে কি ভাবতে গেলে আমারও মনে হয় যে গানটা কেন আমাদের অনেককে ধরে রাখে।

এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার যে. আমি গানটা করার সুযোগ পেয়েছি। তারেক আমাকে ১৯৯৮ সালে বলেছিল তুমি অ্যালেন্ গিন্সবার্গের এই কবিতাটা থেকে একটা গান করে দেবে। তখন আমি কিন্তু এই কবিতাটা জানতাম না, অ্যালেন্ গিন্সবার্গের এই গানটিও শুনিনি, তারপর এই গানটি হয়ে যায়। এই হওয়ার প্রসেস সব সময় বোঝানো যায় না কেমন করে হয়। প্রথম হওয়ার পরে একটুখানি পাঠালাম, তারেক সামান্য কিছু এদিক ওদিক বলল, আবার করলাম হয়ে গেল। এটা আসলেই এমন কতগুলো মুহূর্ত যেটার ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু যেটার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যায় সেটা হচ্ছে যশোর রোড তাহলে কি? আমার মনে হয় এই যে মানুষের নিরন্তর চলা, নিরন্ন মানুষের উন্মুল মানুষের যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের ঘরের সন্ধান, আশ্রয়ের সন্ধান, নিরাপত্তার সন্ধান, ঈশ্বরের সন্ধান, যে ঈশ্বর আসলে মৃত, সেই ঈশ্বরের সন্ধান, সেটাই আসলে যশোর রোড। সে জন্য সেই চলাটা নিরন্তর চলতেই থাকে। একাত্তর আসলে তখন একাত্তর নয়, সমস্ত যুদ্ধই তখন একাত্তর। যে যুদ্ধ ঘটে গেছে একাত্তরের আগেই এবং যে যুদ্ধ আজও ঘটেনি, সবই একাত্তর। আসলে এই যে মানুষের একাত্তর, মানে যুদ্ধ নয়, মানুষের মুক্তির লড়াই সেটাই আসলে একাত্তর সেই জায়গা থেকে। যখন ধরুন এই সেপ্টেম্বর মাসে সে জন্যই এই গানের কথা বার বার স্মরণ করা।

"সেপ্টেম্বর হায় একাত্তর/ যশোর রোড যে কত কথা বলে/ এত মরা মুখ আধমরা পায়ে"... এই আধ মরা পায়ে এত এত মরা মুখতো আমরা হেঁটেই তো চলেছি।

এই তো আমরা দেখলাম কোভিড নাইন্টিন-এর সময়, লকডাউনের সময় আমাদের এখানে এপারে এ দেশের কত শতশত মানুষ হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করল, কেউ কেউ রাস্তায় পড়েই গেল, আর ফিরতেই পারল না। আপনাদের ওখানেও গার্মেন্টেস শ্রমিকরা একবার এল আরেকবার গেল একই গল্প সর্বত্র। ফলে ঈশ্বর তো সবদেশে মরে গেছে। আর এই চলাটা সেই চলা নিয়ে অনেক দিন পর আবার একটা গান লিখেছিলাম, যশোর রোডের অনেক দিন পর, সে গানটার নাম, না ফোটা সন্তান। সেই গানটাতে একভাবে যশোর রোড মূর্ত হয় নতুন করে। গানটার নাম 'আমার না ফোটা সন্তান', সে গানটা এ রকম যে 'তোর মুখ আমি এখনও দেখিনি/ শুধু ঘিরে রেখেছি শরীর দিয়ে/ তুই আমার অস্ফুট গান/ আমার রক্তের হৃদস্পন্দন/ নিশ্বাসে শ্বাস নিস তুই/ তোকে আমি একটু একটু করে লিখি রোজ/ দুহাত দিয়ে আমি তোকে আগলে রাখি/ জঠরে মাটির গভীরে/ নরম নরম মুখ বুলিয়ে দিই চোখে/ গান বলে যায় কানে কানে/ তুই ভয় পাসনা এই তো আমি আছি/ তুই ভয় পাসনা জানি যুদ্ধ লেগেছে/ জানি বাইরে

আগুন/ জানি মৃত্যুর ছায়া/ জানি নদী মরে গেছে/ তাই ভোর থেকে রাত থেকে/ ভোর থেকে রাত আমি তোকে নিয়ে হেঁটে চলি/ ভোর থেকে রাত... / পা দুটো টেনে চলি হাঁটি আমি হাঁটি/ আমি তোকে নিয়ে হেঁটে চলি ভোর থেকে রাত/ পথে কারো সাথে দেখা হয় যদি/ হাঁটি পাশাপাশি তার আমি ভোর থেকে রাত/ তোর ভয় কিসের এই তো আমি/ তোর ভয় কিসের এই তো আমি, এই তো আমি/ জানি যুদ্ধ লেগেছে/ জানি বাইরে আগুন/ জানি মৃত্যুর ছায়া/ জানি নদী মরে গেছে।

মরা নদী তার সেটাও যশোর রোড, আমাদেরই চলা, আমাদেরই স্রোত, তার নামও যশোর রোড। আমরা সবাই সেই মা যারা আমাদের সন্তানকে নিয়ে হেঁটে চলেছি, কোথায় সন্তানের জন্ম হবে জানিনা। একটা গাছ, গাছের ছায়া, একটা আশ্রয়, তার নাম যশোর রোড. তার নাম একাত্তর...